তারিখ ...২৪ MAY 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দৈনিক বাংলা

12

ক্ষমতার খেলায় ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করুন ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শুক্রবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের ক্ষমতার খেলায় ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধের আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিবদমান ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত ও অস্ত্রযুদ্ধে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। এ অবস্থার পরিবর্তন ,না হলে এমন একদিন আসবে যখন আমরা সভ্য মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে পারবো না। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার আহবান জানান।

শুক্রবার সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর ভাষণে তিনি একথা বলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর জাতীয় অধ্যাপক এম ইন্নাস আলী, গবর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ডঃ মজিদ খান বক্তব্য রাখেন। এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেক্টর বজলুল মবিন চৌধুরী।

সকাল ১০টায় ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের আগমনের মধ্য দিয়ে। সমাবর্তন সমাবেশের মাধ্যমে চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হলে প্রবেশ করেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে। চ্যান্সেলর হিসাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। অতঃপর পবিত্র কোরান, রামায়ণ, বাইবেল এবং বেদ গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়।

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতার খেলায় ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করুন ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংঘাত ও সন্ত্রাসের জন্য সেখানে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার মান ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা শিক্ষার মানকে ক্ষুণ্ন করছে। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে আসে জ্ঞান অর্জনের জন্য আর চরিত্র গঠনের জন্য। তিনি তাঁর স্কুল জীবনের প্রধান শিক্ষক-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যখন তোমার সম্পদ হারাবে, তখন কিছুই হারানো নয় ; যখন তোমার স্বাস্থ্যহানি হবে তখন সামান্য কিছু হারানো। আর যখন তোমার চরিত্র বিনষ্ট হবে। তখন সবই হারাবে। তিনি ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে তাদের সফলতার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁদের বৃহত্তর কাজে লব্ধ জ্ঞানকে বিকশিত করার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, ১৯৯২ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুসারে এ পর্যন্ত ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ এক হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। অথচ আসনের অভাবে, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না।

তিনি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বলেন, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গরীব মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ১০ ভাগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক এম ইন্নাস আলী শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের স্বার্থে রাজনীতিবিদদের ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন। তিনি সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে গবর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ডঃ মজিদ খান ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় অধ্যাপক এম ইন্নাস আলীকে ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ফেলোশীপ প্রদান করে। বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ সম্মান দেয়া হয়। চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এই ফেলোশীপ প্রদান করেন। অতঃপর স্কুল অব বিজন্যাস, স্কুল অব কমিনিকেশন, স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট সাইন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট-এর ২৯ জন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী পর্যায়ক্রমে চ্যান্সেলরের হাত থেকে সম্মান শ্রেণীর সনদপত্র গ্রহণ করেন।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ডঃ মজিদ খান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম প্রদান করেন।

চ্যান্সেলর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার পর পুনরায় সমাবর্তন র‍্যালীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হল ত্যাগ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষক, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।